বাপ বেটার অনুষ্ঠান এবং উষ্ণতম সন্ধ্যা

জামিল হাসান সুজন

শীতার্ত বিকেলটা বেশ উষ্ণ হয়ে উঠেছিল। হাস্টভিলের মারানা অডিটোরিয়ামে গত ২২শে জুলাই বিকেলে বসেছিল গানের হাট। এক সময়ের সাড়া জাগানো পপ গায়ক ফেরদৌস ওয়াহিদ ও হালের আলোড়ন এই প্রজন্মের ক্রেজ সুযোগ্য পুত্র হাবিব সংগীত সন্ধ্যা।

৪টায় অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা থাকলেও পাঁচটার আগে হলের ভিতরে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। দীর্ঘ সময় বাইরে গাদাগাদি ঠাসাঠাসি দাঁড়িয়ে থেকে ক্রমশ অধৈর্য হয়ে উঠছিল আগত দর্শক শ্রোতা। তখন থেকেই উত্তেজনার শুরু।

অবশেষে ভিতরে ঢোকার অনুমতি পাওয়া গেল এবং অনুষ্ঠান শুরু হল। আয়োজক টেম্পেস্ট্রা এন্টারটেইনমেন্ট এর ব্যান্ড সংগীত দল ''আরোহন'' এর গান দিয়ে সংগীত সন্ধ্যা শুরু হল। একের পর এক গান তারা গেয়ে যেতে লাগলো। দর্শক শ্রোতা চিৎকার চেঁচামেচি করে তাদের ক্ষান্ত দিয়ে মূল গায়কদের মঞ্চে আনার জন্য বারংবার অনুরোধ জানাতে থাকলেও অবিচলভাবে ততোধিক উচ্চগ্রামে তারা তাদের গানা বাজনা চালিয়ে যেতে লাগলেন। এভাবে কতক্ষণ চলতো কে জানে!আসনে বসা নিয়ে দুই দম্পতির মধ্যে ঝগড়া,মারামারির ফলে 'আরোহণ' একবারে অবনমনে চলে গেলেন।

তারপর শত শত দর্শক অবাক বিস্ময়ে বীর বাঙ্গালীর ধস্তাধস্তি মারামারি অবলোকন করতে লাগলেন। সেই প্রসঙ্গের বিস্তারিত আর জানাতে চাইনা। পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে ঘোষিকা বলে উঠলেন,'প্রিয় দর্শক শ্রোতা, এইতো আমার পিছনে হাবিব এসে দাঁড়িয়েছেন, এক্ষুনি গান শুরু হবে। আপনারা শান্ত হয়ে বসুন।' ঘোষিকার এই আশ্বাস বাণীতে সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলো তাদের প্রিয় গায়ককে দেখার জন্য ও গান শোনার জন্য। কিন্তু পর্দা আর উঠেনা। দর্শক অসীম ধৈর্য সহকারে লাল পর্দার দিকে তাকিয়ে রইলো। আর মাঝে মাঝে পর্দায় নড়া চড়া দেখে বলে উঠছিলো, ওই যে হাবিবের চুল, ওই যে হাবিবের কান।

অবশেষে পর্দা উন্মোচিত হল। মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছেন এক সময়ের সংগীত ভুবনের হার্ট থ্রব ফেরদৌস ওয়াহিদ। ২০ বছর আগে যেমন দেখেছি। চোখে সান গ্লাস, পরনে সিলসিলা শার্ট, হাস্যজ্জ্বোল, চিরতরুণ। গাইলেন সেই জনপ্রিয় গান গুলি। 'স্মৃতিরও সেই পটে আজও পুরানো দিনেরও কথা'- এই অপুর্ব গান শুনে নস্টালজিয়ায় হারিয়ে গেলাম। দেশ, সত্তর দশক সবই চোখের সামনে ভেসে উঠছিলো।

এবার হাবিবের পালা। বর্তমানকালে সংগীত জগতে এক ধরণের নতুনত্ব নিয়ে হাজির হয়েছেন হাবিব। গায়ক হিসাবে যতটা নয়, মিউজিক কম্পোজার হিসাবে তার খ্যাতি অনেক বেশী। একের পর এক জনপ্রিয় গান গেয়ে চললেন। দর্শক শ্রোতা আপ্লুত হল সেই সব গান শুনে। সুর সাধক আবদুল করিম এবং হাসন রাজার গান গুলোকে অত্যাধুনিক ঢং এ পরিবেশন করা হল। আবদুল করিম ও হাসন রাজা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলে তারা কিভাবে বিষয়টাকে নিত জানিনা। তবে কট্টর সমালোচক যে ভালভাবে নিবেননা তা বলা বাহুল্য। অতি উচ্চগ্রামে বাজনা বাজার ফলে গানের কথা গুলো শোনা যাচ্ছিলনা। হয়তো এটাই এ যুগের বৈশিষ্ট্য, এখন তো যন্ত্র ও যন্ত্রণার যুগ। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর একজনকে বলতে শুনলাম, আহ্ কানে আরাম হল। শব্দ দূষণ থেকে বাঁচা গেল।

শেষ কথা : শিল্পীদ্বয় গান গেয়েছেন ট্র্যাকের সাথে। অনেকেই এটাকে এক ধরণের ফাঁকিবাজি বলে মনে করেন। তবে পরবর্তীতে হাবিব তার নিজস্ব ব্যান্ড নিয়ে আবারও হাজির হবেন এই আশার বাণী দর্শকদের শেষ বেলায় শোনালেন।

জামিল হাসান সুজন, সিডনী, ২৮/০৭/২০০৭

লেখকের আগের লেখাগুলো পড়তে এই চৌহদ্দিতে টোকা মারুন